প্রথম আলো

তারিখ 16 APR 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শ্রেণীকক্ষ গ্রন্থাগার শিক্ষকসংকট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আট বিভাগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ২০০ শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক। শ্রেণীকক্ষ, বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য শিক্ষাসহায়ক উপকরণেরও অভাব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও সাতটি বিভাগের অবস্থাও একই রকম।

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে চালু হওয়া নতুন চারটি এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের চারটি মিলে মোট আটটি বিভাগ প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষসহ অন্যান্য উপকরণ ছাড়াই চলছে। এ ছাড়া বিভাগগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা কম হওয়ায় একজন শিক্ষককে তিন থেকে চারটি করে কোর্সের ক্লাস নিতে হচ্ছে।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এই চারটি বিভাগে ব্যাচ রয়েছে ১৮টি ও মোট শিক্ষার্থী প্রায় ৯০০ জন। অনুষদের ৯০০ শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণীকক্ষ রয়েছে মাত্রটি আটটি।

অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগে ২০০ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক মাত্র একজন। ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০০ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন চারজন। এ ছাড়া ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এবং মার্কেটিং বিভাগে আলাদাভাবে ২৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে পাঁচজন করে শিক্ষক। এ অনুষদের চারটি বিভাগের একটিতেও নেই কোনো গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার ল্যাব।

বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষকের বিষয়ে জানতে চাইলে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক প্রবাল দত্ত বলেন, 'এত দিন অতিথি শিক্ষকের মাধ্যমে আমরা ক্লাস নিয়েছি। নতুন শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।'

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন আবদুল বায়েস বলেন, 'নতুন উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আমরা সমস্যাগুলোর কথা তাঁকে জানিয়েছি। আশা করছি তিনি ব্যবস্থা নেবেন।'

প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, বিভাগীয় গ্রন্থাগারসহ অবকাঠামো ও শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা না করেই ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে কলা ও মানবিকী অনুষদে খোলা হয় জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ। পরের বছর এ অনুষদে খোলা হয় চারুকলা বিভাগ।

জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের তিনটি ব্যাচে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় শ। বিভাগে শিক্ষক মাত্র চারজন। শিক্ষক প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় একজন শিক্ষক তিনটি করে কোর্স পড়াচ্ছেন।

বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক লুৎফর রহমান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটের কারণে গত এক বছরের বিভাগের কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নিয়েছে। আশা করছি, তারা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেবে।'

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে খোলা হয় চারুকলা বিভাগ। বিভাগটিতে দুটি ব্যাচে প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থী থাকলেও কোনো শ্রেণীকক্ষ এবং গ্রন্থাগার নেই। শিক্ষক রয়েছেন মাত্র দুজন। বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষকসংকটের বিষয়ে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের তিনটি ব্যাচের প্রায় দেড় শ শিক্ষার্থীরর জন্য রয়েছেন মাত্র দুজন শিক্ষক। কক্ষসংকটের কারণে শিক্ষকদের বসার কক্ষেই ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। বিভাগের সভাপতি মো. আবদুর রহমান বলেন, 'এ জন্য আমি অনেকবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েছি। কোনো কাজ হয়নি।'

আইন ও বিচার বিভাগে তিনটি ব্যাচে প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণীকক্ষ রয়েছে মাত্র একটি এবং শিক্ষক দুজন। এই বিভাগেও গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার ল্যাব নেই।

অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, খ্যাতি অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথ নিয়ম না মেনে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ছাড়াই বেশ কয়েকটি বিভাগ খোলা হয়েছে। বিভাগগুলোতে শিক্ষকসংকট রয়েছে। অনেক বিভাগে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসব ক্ষতির শিকার হতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, 'সংকটের বিষয়গুলো আমরা জানি। তার পরও খোঁজখবর রাখছি। সমাধানের চেষ্টাও করছি।'